একক ২ ❐ ভাষার শ্রেণিবিভাগ

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ ভাষার বংশগত শ্রেণিবিভাগ

২.৩ ভাষার রূপতত্ত্বানুগত শ্রেণিবিভাগ

২.৪ অনুশীলনী

২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

২.১ উদ্দেশ্য

পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের ভাষা প্রচলিত। কয়েকটি ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও তাদের মধ্যে কিছু মূলগত পার্থক্য থাকে। পৃথিবীতে যত রকমের ভাষা আছে তাদেরকে আমরা দুই শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি। যেমন, ভাষার বংশগত শ্রেণিবিভাগ এবং ভাষার রূপতত্ত্বানুগত শ্রেণিবিভাগ।

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানে একথা মেনে নেওয়া হয়েছে যে পৃথিবীর ভাষাগুলি কয়েকটি আদি উৎসভাষা থেকে জন্মলাভ করেছে। যে সমস্ত ভাষা একই উৎসজাত তাদের ভাষার মূল ধ্বনি, ভাষার শব্দভাণ্ডার, রূপতত্ত্ব ও বাক্যগঠনরীতির ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক সাদৃশ্য দেখা যায়। বিশেষ করে তাদের মূল শব্দভাণ্ডার basic vocabulary যেমন, সংখ্যশব্দ, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কবাচক শব্দে, গৃহপালিত পশুর নামে এবং দৈনন্দিন কাজকর্মবাচক শব্দে বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে তুলনামূলক ভাষাপদ্ধতির সাহায্যে নির্ণয় করা হয়েছে যে এই আদি উৎসগুলিই হচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাবংশ। পৃথিবীর প্রায় চারহাজার ভাষাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাষাবংশের বংশধর বলে মনে করা হয় ঃ—

১) ইন্দো-ইউরোপীয়

২) সেমেটিক বা সেমীয়

৩) হেমেটিক

৪) আলতাই বর্গ অথবা তুর্ক-মঙ্গোল-মাঞ্চু

৫) ফিন্নো-উগ্রীয়

৬) ককেশীয়

৭) ভোট চীনীয়

৮) দ্রাবিড়

৯) অস্টিক

১০) পাপুয়াবর্গ

১১) বান্টু

১২) উত্তর-পূর্ব-সীমান্তীয় ভাষা

১৩) এস্‌কিমো

১৪) আমেরিকার আদিম ভাষা সমূহ

এছাড়া আর কতকগুলি ভাষাগোষ্ঠী রয়েছে যাদের কোনো গোষ্ঠীবন্ধনে আনা সম্ভব হয়নি, তাদের বলা হয় গোষ্ঠীবহির্ভূত ভাষা। যেমন (১) কোরীয়-জাপানি, (২) আইবেরীয়-বাস্ক, (৩) আন্দামানী, (৪) পাপুয়ান, (৫) তাস্‌মানীয়, (৬) সুদানী-গিনীয়, (৭) বুশমান-হটেন্টট, (৮) বুরুশাস্কী, (৯) লাতি (La-Ti), (১০) অস্ট্রেলীয় ইত্যাদি। কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী এদের মধ্যে কয়েকটিকে স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা দেওয়ার পক্ষপাতী।

পৃথিবীর ভাষাবংশগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম হল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী। এই মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় লেখা কোনো গ্রন্থ বা প্রত্নলিপি পাওয়া যায়নি। তাই এই ভাষার আদিরূপ কেমন ছিল তা জানার কোনো উপায় নেই। এই মূলভাষা থেকে যেসব ভাষার জন্ম হয়েছে যেমন, প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃত, আবেস্তীয়, গ্রিক, লাতিন, গথিক প্রভৃতি ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করে মূল ভাষার একটি অনুমানসিদ্ধ রূপ (reconstructed language) তৈরি করে নেওয়া হয়েছে। তাই এই ভাষাকে বলা হয় অনুমানসিদ্ধ ভাষা বা hypothetical Form এই আদিরূপটি যারা বলত তাদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল তাও সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি। কিছু ভারতীয় পণ্ডিতের ধারণা ভারতবর্ষই প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পীঠস্থান আবার কিছু ইউরোপীয় পণ্ডিত মনে করেন, মধ্য ও পূর্ব-ইউরোপ ছিল এই জাতির আদি বাসস্থান। আবার কারোর মতে রাশিয়ার উরাল পর্বতের দক্ষিণ-পশ্চিম পাদদেশ বা উত্তর-পশ্চিমের কিরখিজ তৃণভূমিতে ছিল এদের আদি বাসস্থান। এই তিনটি মতের মধ্যে তৃতীয় মতটিই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ—

১) ইন্দো-ইরানীয় ঃ মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় যে শাখাটি ভারতবর্ষ ও ইরানে প্রবেশ করে সেই শাখাটিকেই ইন্দো-ইরানীয় শাখা বলা হয়। ইন্দো-ইরানীয় শাখার যে উপশাখাটি ইরানে চলে যায় তা থেকে ক্রমে দুটি প্রাচীন ভাষার জন্ম হয় — আবেস্তীয় ও প্রাচীন পারসিক। আবেস্তীয় ভাষা হল জরাথুশ্‌-এ মতাবলম্বী পারসিকদের মূল ধর্মগ্রন্থ 'আবেস্তার' ভাষা। আর প্রাচীন পারসিক থেকে মধ্যযুগে পহ্লবী ভাষার এবং তা থেকে আধুনিক যুগে ফারসির জন্ম।

ইন্দো-ইরানীয় শাখার যে উপশাখাটি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে তাকেই আমরা ভারতীয় আর্যভাষা বলে থাকি। এই ভারতীয় আর্য ভাষার তিনটি প্রধান স্তর—(১) প্রাচীন ভারতীয় আর্য (আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ ১৫০০ থেকে খ্রিঃ পূঃ ৬০০ পর্যন্ত), (২) মধ্যভারতীয় আর্য (আনুমানিক ৬০০ খ্রিঃ পূঃ থেকে ৯০০ খ্রিঃ পর্যন্ত), (৩) নব্য ভারতীয় আর্যভাষা (আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত)। বাংলা নব্যভারতীয় আর্যভাষা। এই ভাষার জন্ম কোথা থেকে হয়েছে বলতে গেলে আমরা বলবো মাগধী প্রাকৃতের পূর্ব্বী শাখা থেকে বাংলার উৎপত্তি হয়েছে। সংস্কৃত বাংলাভাষার জননী নয়।

২) **বাল্‌তো-স্লাবিক** ঃ এই শাখার দুটি উপশাখা বাল্‌তিক ও স্লাবিক। বাল্‌তিক উপশাখার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভাষা হল লিথুয়ানীয়ার ভাষা লিথুয়ানীয়। এই শাখার সাহিত্য সমৃদ্ধ ভাষা হল রুশ ভাষা।

৩) **আল্‌বানীয়** ঃ এই ভাষার প্রাচীন ইতিহাসকে সঠিক জানা যায় না। এই শাখার ভাষা আধুনিক আল্‌বানীয় আড্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব উপকূলে প্রচলিত। আর্মেনীয় ভাষার মতন এই ভাষাতেও লাতিন, গ্রিক, স্লাবিক এবং তুর্কি ভাণ্ডার প্রভাবের ফলে শব্দভাণ্ডার প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে।

৪) **আর্মেনীয়** ঃ আধুনিক আর্মেনীয় ভাষার দুটো শাখা ; (ক) পূর্বী শাখা, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইরানে বলা হয় ; (২) পশ্চিমী শাখা বলা হয় তুরস্কে। আর্মেনীয় ভাষার ওপর ইরানীয় ভাষার প্রচুর প্রভাব পড়েছে। প্রাচীন আর্মেনীয় ভাষা সংস্কৃত এবং লাতিনের মতন এখনও ধর্মীয় প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।

৫) **গ্রিক** ঃ প্রাচীন সাহিত্যে সমৃদ্ধ গ্রিক ভাষার প্রাচীন রূপ গ্রিস দেশে, এশিয়া মাইনরে, সাইপ্রাস ও ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত ছিল। গ্রিক ভাষার উপভাষা হল আত্তিক-ইওনিক দোরিক, আর্কাদিয়ান-সাইপ্রিয়ান, আয়োলিক, উত্তর-পশ্চিম গ্রিক ইত্যাদি। আয়োলিক উপভাষায় হোমারের ইলিয়াদ-ওদিসি এবং আত্তিক উপভাষায় পরবর্তী কালের উন্নত নাট্যসাহিত্য ও ক্লাসিকাল গদসাহিত্য রচিত হয়েছিল।

৬) **ইতালিক** ঃ এই শাখার প্রধান ভাষা লাতিন মধ্যযুগে সমগ্র ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিদ্যাচর্চার প্রধান ভাষা হয়ে ওঠে লাতিন। রোমের বাইরে ব্যাপক ক্ষেত্রে লাতিনের বিস্তার ছিল। মধ্যযুগে পেরিয়ে ইতালিক ভাষা যখন আধুনিক যুগে পৌঁছায় তখন আধুনিক রোমান্‌স (Romance) ভাষাগুলির জন্ম হয়। এদের মধ্যে প্রধান হল—আধুনিক ইতালির ভাষা ইতালীয়, ফ্রান্সের ভাষা ফরাসি, স্পেনের ভাষা স্পেনীয়, পোর্তুগালের ভাষা পোর্তুগিজ ইত্যাদি।

৭) **কেল্‌তিক** ঃ ইতালিকের সাথে খুব সাদৃশ্যযুক্ত। এই শাখার প্রধান আধুনিক ভাষা হল আয়ার্ল্যান্ডের ভাষা আইরিশ্‌।

৮) **জার্মানিক** ঃ তিনটি আঞ্চলিক রূপ (ক) উত্তর জার্মানিক, (খ) পূর্ব জার্মানিক ও (গ) পশ্চিম জার্মানিক। উত্তর জার্মানিক শাখার আধুনিক ভাষা হল সুইডেনের ভাষা সুইডিশ, আইস্‌ল্যান্ডের ভাষা আইস্‌ল্যান্ডিক ইত্যাদি। পূর্ব জার্মানির শাখার কোনো আধুনিক ভাষা নেই। পশ্চিম জার্মানির শাখার আধুনিক ভাষা হল ইংরেজি, জার্মান এবং ওলন্দাজ ভাষা (Dutch)।

৯) **তোখারীয়** ঃ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার এই শাখাটি এখন লুপ্ত। এই শাখা থেকে জাত কোনো আধুনিক ভাষা নেই। চিনের অন্তর্গত তুর্কিস্থান থেকে এই ভাষার প্রাচীনতম নির্দশন কতকগুলি পুঁথি ও প্রত্নলেখ আবিষ্কৃত হয়।

১০) **হিত্তীয়** ঃ এশিয়া মাইনরের কাপাদোকিয়া প্রদেশে প্রাপ্ত বাণমুখ লিপিতে অনেকগুলি প্রত্নলেখ এই ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। এগুলি খ্রিঃ পূঃ বিংশ থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে লিখিত হয়েছিল মনে হয়। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন হিট্টি, সাম্রাজ্য, আনুমানিক ১৭৯৯ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ১২০০ খ্রিস্টপূর্বে সমৃদ্ধিলাভ করে। খননের ফলে এই সময়কার বহু দলিল আবিষ্কৃত হয়। বাণমুখ লিপিতে লেখা বলে সহজেই পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়। এছাড়াও অনেক নথি এ্যাকোডিয়ান ও সুমেরিয়ান ভাষায় লিখিত। ১৯১৫ সালে বি. হ্রোজনি হিট্টি ভাষাকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বলে শনাক্ত করেন। হিট্টি ভাষায় ইন্দো-ইউরোপীয় কণ্ঠ ধ্বনি সংরক্ষিত। হিট্টি ভাষার ব্যাকরণও ইন্দো-ইরানীয় ও গ্রিক ভাষার তুলনায় অনেক সরল। হিট্টি ভাষার নিদর্শন আবিষ্কারের ফলে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অস্তিত্ব খ্রিস্টপূর্ব তিনহাজার শতকে ছিল বলে ভাষাতাত্ত্বিকরা অনুমান করেন।

২.৩ ভাষার রূপতত্ত্বানুগত শ্রেণিবিভাগ

বংশগত শ্রেণিবিন্যাস ছাড়া পৃথিবীর ভাষাগুলিকে আর একভাবে বর্গীকরণ করা হয় তা হল রূপতত্ত্বানুগত শ্রেণিবিন্যাস (Morphological classification of language)। রূপতত্ত্বানুগত শ্রেণিবিন্যাসে ভাষার রূপমূলের অন্তর্নিহিত গঠনপ্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন ভাষাকে একই শ্রেণিভুক্ত করা হয়। এদিক থেকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে কতকগুলি ভাষায় রূপমূলের গঠন, রূপমূলের সঙ্গে প্রত্যয়বিভক্তি সংযোগের আদর্শ, রূপমূলের পরিবর্তন, রূপমূলের অর্থগত দিক ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। রূপতত্ত্বানুগত শ্রেণিবিন্যাসে ভাষার গঠনগত প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য নির্দেশিত হয় সেজন্য এক্ষেত্রে ভাষারূপের অন্তর্নিহিত উপাদানের বৈশিষ্ট্যই প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

রূপতত্ত্বানুগতভাবে পৃথিবীর ভাষাগুলিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়—(১) অশৃঙ্খলিত বা অজৈব ভাষা (Inorganic languages) (২) শৃঙ্খলিত বা জৈব ভাষা (Organic languages)।

১) অশৃঙ্খলিত বা অজৈব ভাষা - এই ভাষায় বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত না হয়েও বাক্যের অর্থ প্রকাশিত হয়। স্থানবিশেষে একই শব্দ বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া এবং ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। শুধুমাত্র রূপমূলের অবস্থান দ্বারা তার অর্থ এবং ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হয়। এই জাতীয় ভাষার কোনো নিয়মতান্ত্রিক ব্যাকরণ নেই। চীনা ভাষা এই শ্রেণিভুক্ত। সুর চীনাভাষার খুব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কারণ এর পরিবর্তনে অর্থের পার্থক্য ঘটে। আদর্শ চীনা ভাষা থেকে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে Wó Dá NI-(ওর্স র্তা নি) = আমি মারি তোমাকে। প্রথম শব্দটি কর্তা এবং তৃতীয় পদটি কর্ম। এই দুটি শব্দের অবস্থান বদল করলে এইরকম দাঁড়াবে Ni Dó Wŏ-(নি র্তা ওঅ) = তুমি মারো আমাকে। এই কারণে এদের অবস্থাননির্ভর ভাষা বা Positional Language ও বলা হয়ে থাকে।

২) শৃঙ্খলিত বা অজৈব ভাষা - এই শ্রেণির ভাষার বৈশিষ্ট্য হল যে, শব্দের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন দ্বারা কিংবা শব্দের সঙ্গে উপসর্গ বা প্রত্যয় যোগ করে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণীত হয়। পৃথিবীর বেশিরভাগ ভাষাই এই শ্রেণিভুক্ত। এদের তিনটি উপরিভাগ রয়েছে— (ক) সংযোগমূলক বা সমবায়ী (Incorporating), (খ) যৌগিক বা সমাতসাত্মক (Agghetinating) (গ) সমন্বয়ী, সাধিত বা সবিভক্তিক (Inflecting)।

(ক) সংযোগমূলক ভাষা ঃ এর আবার শ্রেণিভেদ রয়েছে—

অ) পূর্ণযোগমূলক ভাষা - এই শ্রেণির ভাষার বিভিন্ন শব্দের যোগে যে বাক্য গঠিত হয় তা প্রকৃতপক্ষে একটি শব্দবাক্য (sentence-word)। প্রত্যেকটি শব্দের এক বা একাধিক অক্ষর বিলুপ্ত হয়ে একটি মাত্র বৃহৎ শব্দে পরিণত হয় এবং তাই বাক্য। গ্রিণল্যান্ডের ভাষা এই শ্রেণিভুক্ত। এই ভাষা থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে aulisariartorasunpok—'সে তাড়াতাড়ি করছে মাছ ধরতে যাওয়ার জন্য'। এটি একটি শব্দবাক্য। এই বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলি হচ্ছে—aulisar 'মাছ ধরতে যাওয়া', peartor 'নিযুক্ত' এবং pinnesuarpok 'সে তাড়াতাড়ি করছে'। এই তিনটি রূপমূল একত্রিত হয়ে যখন একটি মাত্র বাক্য গঠন করছে তখন প্রত্যেকটি ব্যবহৃত হচ্ছে না। আমেরিকা, কানাডা ও দক্ষিণ আমেরিকার রেডইন্ডিয়ানদের অধিকাংশ ভাষাই পূর্ণসংযোগমূলক ভাষা। মেক্সিকোর আজটেক ভাষা থেকে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক—

ticoka = 'তুমি কাঁদছ'

nancokah = 'তোমরা সবাই কাঁদছ'

ticokas = 'তুমি কাঁদবে'

ticokaya = 'তুমি কাঁদছিলে'

আ) আংশিক সংযোগমূলক ভাষা ঃ এই ধরনের ভাষায় বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলির আংশিক সংযুক্তিকরণ দেখতে পাওয়া যায়। এই ভাষাতেও কোনো কোনো সময় বিভিন্ন ধ্বনি সমন্বয়ে গঠিত একটি বৃহত্তর রূপমূলের সাহায্যে বাক্যগত অর্থ প্রকাশিত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ; রাস্ক ভাষায় কর্তা ও কর্মে সর্বনামের উপরিউক্ত সংযুক্ত বিদ্যমান। এই ভাষায় সর্বনামীয় পূরক ছাড়া ক্রিয়ার কোনো অস্তিত্ব নেই। যেমন dakarkiogt আমি এটা তার কাছে নিয়ে যাই,' nakarsu 'তুমি আমাকে বহন কর', hakart 'আমি তোমাকে বহন করি' ইত্যাদি আবার, বান্টু ভাষায় সর্বনামীয় কর্ম ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত হয়। যেমন, simtanada 'আমরা এটা ভালোবাসি।' কিন্তু 'আমরা তাদের ভালোবাসি'।

খ) যৌগিক ভাষা ঃ যৌগিক ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে শব্দের উপাদানগুলো এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয় যে, এদের বিচ্ছিন্ন করলেও এদের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে এবং প্রত্যেকটি উপাদানের অর্থবহতা বজায় থাকে। এরা পরস্পর মিলিতভাবে কখনও শব্দবাক্য গঠন করে না। উদাহরণস্বরূপ তুর্কি ভাষার উল্লেখ করা যেতে পারে। তুর্কি ভাষায় পুরুষ বা বচন ছাড়া ক্রিয়াভাব প্রকাশক রূপ sev-mek 'ভালোবাসা' নঞর্থক রূপ হচ্ছে sev-me-mek 'না ভালবাসা', আত্মবাচক রূপ sev-in-mek 'নিজেকে ভালোবাসা', sev-ish-mek 'পরস্পরকে ভালবাসা' ইত্যাদি। যৌগিক ভাষা আবার চারটি উপশ্রেণিতে বিভক্ত—

অ) উপসর্গ-যৌগিক

আ) অনুসর্গ-যৌগিক

ই) উপসর্গ-অনুসর্গ যৌগিক

ঈ) আংশিক যৌগিক

অ) উপসর্গ যৌগিক ঃ এই ভাষায় প্রত্যয়ের পরিবর্তে উপসর্গ ব্যবহৃত হয়। উপসর্গ বা পদের মূলসূচক চিহ্নগুলি অতিশয় শিথিলভাবে পদের আগে যুক্ত হয়। আফ্রিকার বান্টু গোষ্ঠীর ভাষা এই শ্রেণিভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ কাফির ভাষা থেকে একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। umuntu = মানুষ (একবচন) ; abantu = মানুষেরা (বহুবচন)। omuchle = সুদর্শন (একবচন) ; anachle (বহুবচন)। এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একবচন বা বহুবচনজ্ঞাপক প্রত্যয়গুলি শব্দের আগে যুক্ত হচ্ছে।

আ) অনুসর্গ-যৌগিক ঃ এই ভাষায় পদের মূল্যসূচক চিহ্ন বা প্রত্যয় শব্দের শেষে শিথিলভাবে যুক্ত হয়। পৃথিবীর অনেক ভাষাই এই শ্রেণিভুক্ত। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য উরাল, আলতাই ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাগুলো। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর কানাড়া ভাষা থেকে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ঃ—

কর্তা - সেবকরু = সেবকেরা

কর্ম - সেবকরন্নু = সেবিকাদিগকে

করণ - সেবকরিন্দ = সেবকদের দ্বারা

সম্বন্ধ - সেবক-র = সেবকদিগের

বহুবচনের 'র' স্থানে 'ন' বসালেই একবচনের রূপ পাওয়া যায়। তাই এটি অনুসর্গ-যৌগিক ভাষা।

ই) উপসর্গ-অনুসর্গ-যৌগিক ঃ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং ভারত-মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষা এই শ্রেণির অন্তর্গত। এই সব ভাষায় শব্দের পূর্বে বা পরে অথবা মধ্যে নানাপ্রকার প্রত্যয় অবাধে ব্যবহৃত হয়। মালয়ী ভাষা এই শ্রেণির ভাষার অন্যতম নিদর্শন।

ঈ) আংশিক-যৌগিক ঃ পলিনেশীয় ভাষাগুলো এই শ্রেণিভুক্ত। এই ভাষাগুলি মূলত ছিল যৌগিক। কিন্তু যখন এরা অন্য ভাষার সংস্পর্শে এল, তখন ক্রমশ এরা আংশিক যৌগিক ভাষায় পরিণত হল। নিউজিল্যান্ড তথা হাওয়াই দ্বীপের ভাষা আংশিক যৌগিক।

গ) সাধিত বা সবিভক্তিক ভাষা ঃ অন্যান্য ভাষা গোষ্ঠী থেকে এই ভাষাবর্গের পার্থক্য হচ্ছে এই যে, বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির সম্পর্ক বিভিন্ন বিভক্তি বা প্রত্যয়ের সাহায্যে স্থিরীকৃত হয়। এই প্রত্যয়গুলি শব্দের অপরিহার্য অংগ এবং অনেকসময় শব্দের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়। অনেক সময় এমনও দেখা যায়, এই প্রত্যয়গুলি কোনো বিশেষ শব্দ বা শব্দের অংশ। কিন্তু এরা এমনভাবে শব্দের সঙ্গে মিশে যায় যে এদের পৃথক অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এই শ্রেণির ভাষার দুটি বিভাগ—

১) যেসব ভাষার ব্যাকরণের উপাদানগুলি বা বলা যায়, বিভক্তিগুলি অন্তর্ভাগীয় উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয় ; সেজন্য তারা শব্দের মধ্যে মিশে থাকে। সেমেটিক-হেমেটিক ভাষাগোষ্ঠী এই শ্রেণিভুক্ত। আরবি ভাষার মূল ধাতু 'qtl' থেকে আগত বিভিন্ন রূপ, যেমন qitl = শত্রু, qital = আঘাত, qatil = হত্যা করেছিল, qtila = সে নিহত হয়েছিল ইত্যাদি গঠিত হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে তিনটি ব্যঞ্জনধ্বনি দিয়ে ধাতুমূল গঠিত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে স্বরধ্বনির অনুপ্রবেশের দ্বারা ব্যাকরণগত সম্পর্ক নির্দেশিত হয়েছে।

২) যেসব ভাষায় ব্যাকরণের উপাদানগুলি শব্দের বাহিরে যুক্ত হয় অর্থাৎ এখানে বহির্ভাগীয় উপসর্গ ও প্রত্যয়গুলি মূল শব্দের সংগে যুক্ত হয়। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির রূপমূল-গঠনে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তাই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা সাধিত ভাষা। সংস্কৃত ও গ্রিকে 'অস' ধাতু (ইংরেজি verb 'to be') বর্তমানকালে প্রথম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও উত্তমপুরুষে হয় ঃ—

সংস্কৃত	গ্রিক	ইন্দো-ইউরোপীয়
অস্তি (asti)	esti	* esti
অস্তি (asi)	essi	*esi
অস্মি (asmi)	eimi	* esmi

এখানে মূল ধাতু সংস্কৃত 'অস' (গ্রিক - 'es') এর সঙ্গে প্রথম পুরুষ, মধ্যমপুরুষ, উত্তমপুরুষে যথাক্রমে -ti, -si, -mi ইত্যাদি ধাতুবিভক্তিগুলো যুক্ত হয়েছে।

২.৪ অনুশীলনী

১। ভাষার বংশগত শ্রেণিবিভাগ বলতে কী বোঝায়? বাংলা ভাষা কোন্ ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত? ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

২। ভাষার রূপতত্ত্বাগত শ্রেণিবিভাগ বলতে কী বোঝায়? রূপতত্ত্বানুগতভাবে পৃথিবীর ভাষাগুলিকে কতভাগে ভাগ করা যায়? প্রত্যেকটি বিভাগের বিস্তারিত আলোচনা করুন?

২.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ-আধুনিক ভাষাতত্ত্ব।

২। ডঃ রামেশ্বর শ'—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।

৩। Winfred P. Lehmann–Historical Linguistics : an Introduction.